R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

*Our Bricks are made of soil*
*Your dreams are made of our toil*
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সাল। | মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

## মহকুমার দিকে দিকে ভাজদের সংগঠন বাড়ছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আশান্বিত হয়ে ভারতীয় জনতা দল তাঁদের সংগঠন বাড়িয়ে তুলতে নজর দিয়েছেন। গত ১১ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় প্রদেশ সহ সভাপতি গত নির্বাচনের লোকসভার প্রার্থী ধনঞ্জয় দাসের উপস্থিতিতে এক দলীয় সভায় রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানা এ্যাডহক কমিটী গঠিত হয়। সাগরদীঘি ভাজদের সভাপতি হন রাধেশ্যাম মণ্ডল ( রামনগর ), সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী ( মনিগ্রাম ) এবং কোষাধ্যক্ষ ছামুগ্রামের ভরত ঘোষ। রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হন রাজেন্দ্রমোহন দত্ত ( এ্যাডভোকেট ), সম্পাদক করা হয় রামপুরার সুনীল দাসকে এবং কোষাধ্যক্ষ হন সম্মতিনগরের রাজকুমার জৈন। পরে ১২ ডিসেম্বর ধনঞ্জয় দাসের নেতৃত্বে ফরাক্কায় এক সভায় নির্বাচন পরিস্থিতি আলোচিত হয়। গত লোকসভা নির্বাচনে (২য় পৃষ্ঠায়)

## মহকুমা জুড়ে সরকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বে-আইনী ইঁট ভাটা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র ছোট বড় ইঁট ভাটা ( বাংলা ও চিমনী ) গড়ে উঠছে সরকারী আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে। নিয়মানুযায়ী সরকারের কাছে অনুমতি নিয়ে তবে মাটি কাটতে হয়। এবং একবারে ছ'লক্ষের বেশী ইঁট তৈরীর লাইসেন্স দেওয়া হয় না। ৫০ হাজার সি, এফ, টি মাটীতে সাড়ে তিন লক্ষ ইঁট তৈরী হয়। কিন্তু ভাটা মালিকরা কেউই এ সব আইনের ধার ধারেন না। তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের হাত করে কেউ ৩০ লক্ষ কেউ ৪০ লক্ষ ইঁট তৈরী করেন একবার লাইসেন্সের টাকা জমা দিয়ে। অর্থাৎ সরকারী রেভিনিউ ফাঁকি দিচ্ছেন সকলেই। বেশির ভাগ পঞ্চায়েত প্রধানের ভাটাই নিয়মভঙ্গ বেশি করা হয়। অফিসাররা ষ্টেপ নিতে গেলে তাঁদের বদলীর ভয় দেখানো হয়। জনৈক 'রয়াল ব্রিক' ফিল্ডের মালিক ২০ হাজারের পারমিট নিয়ে ৫০ হাজার ইট কেটে ধরা পড়লে তদন্তের পর ডি, এম তাঁকে ৩৬০০০ টাকা পেনাল্টির নোটিশ দেন। ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

## বন্দুক লাইসেন্স রিনিউ এর নয়া পদ্ধতিতে জনসাধারণ নাজেহাল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন থানার বন্দুক লাইসেন্স রিনিউ এর দিন ধার্য্য হয়। অন্যান্য বছর আগে থেকে থানা মারফৎ প্রতিটি পঞ্চায়েতকে ধার্য্য দিন জনসাধারণের অবগতির জন্য জানিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এ বছর শুধুমাত্র মহকুমা শাসকের অফিস নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে দিয়ে কর্তব্য শেষ করা হয়েছে। ফলে দূরবর্তী অনেক গ্রামী খবরই পাননি। এবং তাঁদের হয়রাণীর এক শেষ হয়েছে বলে খবর। ধান কাটার মরশুমে ব্যস্ত গ্রামবাসীদের খবর পেতে হয়েছে লোক মুখে। ছোটাছুটি করে বন্দুক নিয়ে আসতে হয়েছে মহকুমা দপ্তরে। এদিকে এ বছর এস, ডি, ওর হাত থেকে ভার তুলে নিয়ে এ, ডি, এমের হাতে রিনিউ এর ভার দেওয়া হয়েছে। জানা যায় ১৫ তারিখ এ ডি, এম আসেন বেলা ১টা ৩০ নাগাদ। তারপর কাজ শেষ করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। দূরান্তের নিরুপায় গ্রামবাসীদের এই কনকনে ঠাণ্ডায় বন্দুকের দায়িত্ব নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে নাস্তানাবুদ হতে হয়। ১৬ তারিখেও ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

## ব্যারেজ প্রশাসনের গাফিলতিতে কলেজ স্থাপন বিলম্বিত হচ্ছে

ফরাক্কা ঃ এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ বেশ কিছুদিন ধরে এখানে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এক আলাপ আলোচনাকালে তিনি জানান, কলেজ করতে হলে প্রথমেই জমির জন্য দিল্লিতে অনুমোদন চাইতে হবে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য নিউ ফরাক্কা পি ডব্লু ডি অফিসের পাশে কিংবা ব্যারেজ ফুটবল মাঠের কিছুটা জমি পাবার জন্য লেখা যেতে পারে। তবু যতদূর জানা যায় সে অনুমোদন তিনি আজও চেয়ে পাঠাননি। এদিকে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ বছর খানেক আগে কলেজ স্থাপনে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য তিন লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়ে রেখেছেন বলে খবর। কলেজের জন্য জমি দিতে ব্যারেজ ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

## ডাকবাংলো মোড়ে অনিয়ন্ত্রিত যানজটে যাত্রীরা ক্ষুব্ধ

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় টাঙ্গাগাড়ী এবং রিক্সা-চালকদের অত্যাচারে ডাকবাংলো মোড়ের বাস-ষ্টপেজে বাস চলাচল খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। পুরাতন ডাকবাংলো মোড়ে রিক্সা এবং টাঙ্গাগাড়ীগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রাখার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঐ যানবাহনগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তা অবরোধ করে রাখার ফলে বাস চালকদের সঙ্গে অকারণ তর্কাতর্কি ঝামেলা হয়। কিন্তু, টাঙ্গা এবং রিক্সাচালকদের দাপটে ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থা বহাল তবিয়তে চলছে। ফলে দূরপাল্লার অনেক বাস ষ্টপেজে না ঢুকে বাই-পাস দিয়ে চলাচলে বাধ্য হচ্ছে। লোকাল রুটের ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা পৌষ বুধবার ১৩৯৬ সাল

## ভাগ্যের পরিহাস

নবম লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসকদলের ভরাডুবি হইয়াছে। রাজ্যের সি পি এম তথা বামফ্রন্ট দলের অভূতপূর্ব জয়লাভে রাজ্য-কর্মচারীদের বাম গোষ্ঠীর সক্রিয় তথা নিষ্ক্রিয় সমর্থকগণ উল্লাসে কয়েকটি দিন যাপন করিলেন। কিন্তু তখন কি কেহ জানিতেন যে, একটি মহাশক্তিশালী বোমা তাঁহাদের অর্থাৎ রাজ্যের সরকারী-আধা-সরকারী কর্মচারীদের আশার নাগাসাকি হিরোসিমা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে? বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। রাজ্যের অর্থদপ্তর হইতে প্রকাশিত সারকুলার হইতেছে উল্লেখিত বোমা। রাজ্য অর্থ দপ্তরের সারকুলার অনুযায়ী সরকারী কর্মীরা তাঁহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনশন, গ্রাচুইটি, মৃত্যুকালীন প্রাপ্য টাকা ও নানান ঋণ—সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে পাইবেন না। সব দপ্তরের উক্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত হইল এবং তাহা অর্থ দপ্তরের উপর বর্তাইল। ফলতঃ রাজ্যের সব দপ্তরের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল। এখন সরকারের সব বিভাগের আর্থিক ব্যয় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এখন হইতে প্রত্যেক দপ্তরের মন্ত্রী তাঁহার দপ্তরের ব্যয়ের প্রস্তাব বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে পাস করাইয়া লইতে পারিবেন না। অর্থ দপ্তরই যাহা করিবার করিবে।

অতঃপর সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনসন প্রভৃতি বাবত কোনও টাকা সহজে তুলিতে পারিবেন না। জরুরী ভিত্তিতে অনেকের অনেক সময় অর্থের প্রয়োজন হয়। গৃহ নির্মাণ বা গৃহ সংস্কার, কন্যার বিবাহ, নিজের অথবা প্রিয় পরিজনদের গুরুতর রোগের চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য জরুরী ভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয়। নয়া সারকুলারের জন্য তাহা পাইতে হইলে অর্থ দপ্তরে ছুটিতে হইবে। অর্থ দপ্তরের সব দপ্তর সামাল দিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থ-প্রাপ্তি এমন সময় ঘটিতে পারে যখন 'অল্ কোয়ায়েট অন্ দা ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট'। দীর্ঘ চাকুরিজীবন কাটাইয়া অবসর গ্রহণকালে কর্মচারীরা এখন কিছু লইয়া যে ফিরিয়া যাইবেন, তাহার পথও বন্ধ হইয়া গেল। শুধু দিন যাপনের গ্লানি লইয়া তাঁহারা সময় কাটাইবেন। তাহার কারণ, প্রতি বৎসর যে কয় হাজার কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের চাকুরি জীবনের কাগজপত্র সবই অর্থ দপ্তরকে দেখিতে হইবে এবং 'অফিসার' কর্মতৎপরতার জন্য তাহা প্রতি বৎসর পর্বত প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার ফলে অর্থ দপ্তরে ঈজিয়ানের আস্তাবলের সৃষ্টি হইবে যাহা পরিচ্ছন্ন করা অতি দক্ষ অফিসারেরও সাধ্য হইবে না।

কর্ম জীবন কাটাইয়া শেষ বয়সে হাতে কিছু লইয়া নিজ নিজ পরিবারে জীবনের কয়েকটি দিনও গলগ্রহবোধ হইতে একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যাইত—আর তাহার উপায় রহিল না। অতি প্রয়োজনকে দূরে রাখিতে হইবে; গুরুতর পীড়ায় চিকিৎসা চলিবে না; ভিক্ষাবৃত্তির দ্বার খুলিতে হইবে। লোকসভা নির্বাচনে জয় লাভের উল্লাস বেলুন ফাটিয়া গেল। ভাগ্যের কি পরিহাস! হায়, "এত নিশি জাগলেম/যে কাঁদন কাঁদলেম/সে কাহার জন্য"?

## ভাজদের সংগঠন বাড়ছে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

তিনি জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে ৮২ হাজারের অধিক ভোট পাওয়ায় এবং একমাত্র ফরাক্কা বিধান সভা কেন্দ্র থেকে ১৬ হাজার ভোট পাওয়ায় জনগণকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ভাজদ সম্পাদক রেণু প্রিয় সেন এবং সখীচরণ ঘোষ প্রমুখ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সভায় ধনঞ্জয় দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, তাঁদের সংগঠনকে তৃণমুল থেকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ থানা কমিটি গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতি মাসে মাসে দলের কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রাদেশিক দপ্তরে পাঠাতে হবে। তিনি প্রতিটি কর্মীকে সি পি এমের ব্যাপক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্য-বদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পরামর্শ দেন। বিকেল ৫টা নাগাদ ফরাক্কা রিক্রিয়েশন হল থেকে মিছিল বার হয় এবং পথ পরিক্রমা করে। পরে পোষ্ট অফিস মোড়ে এক পথ সভায় ভাষণ দেন ধনঞ্জয় দাস ও স্থানীয় ভাজদ নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ। সাগরদীঘি থানার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ভাজদের স্থানীয় নেতারা সি পি এমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছেন। নব গঠিত কমিটির নেতৃত্বে আগামী ১ জানুয়ারী এক বিক্ষোভ সমাবেশে ডাক দিয়েছেন। দাবী রাখা হয়েছে—সি পি এমের দাসত্ব থেকে পুলিশকে মুক্ত করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলার সি পি এম চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা অভিযোগ করেন, নপাড়া, সাগরদীঘি দোহাল, বন্যেশ্বর, সিদ্ধিকালী, বেলুড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে সি পি এম নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে মারদাঙ্গা বাধাচ্ছে এবং ভাজদকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ভাজদ কর্মীদের সজাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে গণ জাগরণ করার ডাক দেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকায় ফায়ার ব্রিগেড, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উদ্বোধন, একটি মহিলা কলেজ স্থাপন, জঙ্গিপুরে পূর্ণাঙ্গ মাতৃসদন নির্মাণ, ভাগীরথী দুই তীর সংযোগকারী সেতু এবং গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে নদীর দুই তীরে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবী নিয়ে তাঁরা শীঘ্র আন্দোলন নামবেন বলে ঘোষণা করেন। আরোও কয়েকটি দাবী নিয়েও তাঁরা আন্দোলনে চালাতে মনস্থ করেছেন। সেগুলি হলো—শহরে সর্বাধুনিক পদ্ধতিযুক্ত লাশকাটা ঘর নির্মাণ, হাসপাতাল ও পুরসভার অভ্যন্তরের দুর্নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা, গোরু, চাল, চিনি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যের চোরা চালান বন্ধে কাষ্টমস ও বি এস এফের উপর চাপ সৃষ্টি করতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রভৃতি। ভাজদ নেতৃত্ব জানান, সি পি এমের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বেশ কিছু কর্মী ওই দল ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভাজদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা আগামী পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচনে সব কটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। জনৈক স্থানীয় ভাজদ নেতা জানান, কাজকর্মের সুবিধার এবং ঘন ঘন পরিস্থিতি আলোচনার জন্য তাঁরা রঘুনাথগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত সাধুখাঁ একটি ঘরে দলের কার্য্যালয় খুলেছেন।

## কাটোয়া বারহারওয়া ট্রেণটি যাত্রীদের উপকারে লাগছে না

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ কাটোয়া বারহারওয়া ট্রেণটি এ অঞ্চলে একমাত্র এবং জরুরী ট্রেণ। কিন্তু ট্রেণটি যাত্রীদের কোন উপকারে না এসে অসুবিধা সৃষ্টি করছে বিনা টিকিটের মাল পাচারকারীদের ভীড়ে। জঙ্গিপুরের পার্শ্ববর্তী ঝাড় অঞ্চলের চাল এক শ্রেণীর চালানকারীরা ফরাক্কা, ধুলিয়ান এবং বিহারে গোপনে চালান দিচ্ছে এই গাড়ীর সাহায্যে। বিনা টিকিটের এই সব যাত্রীদের ভীড় গাড়ীটিতে এত বেশী যে টিকিট কাটা যাত্রীরা গাড়ীতে বসার সুযোগই পান না। রেলের পরিদর্শক বাবুরা এদের কাছ থেকে দৈনিক ভাল রকম পয়সা পাওয়ায়, অভিযোগ জানিয়েও প্রকৃত যাত্রীরা কোন সুবিধা পান না। উপরন্তু অভিযোগ-কারীদের ভীতি প্রদর্শনের শিকার হতে হয়। তার উপর এদেরই সাহায্যে রেল ড্রাইভাররা লাইনের ধায়ে ধারে গ্রামের অধিবাসীদের কাছে কয়লা বিক্রি করে দু'পয়সা কামান বলে খবর। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ একটু সজাগ হয়ে তদন্ত চালালে ঘটনাগুলি যে সত্য তা জানতে পারবেন বলে যাত্রীরা মনে করেন।

## সি পি এম নেতৃত্বের নির্ব্বাচনোত্তর পর্যালোচনা

জঙ্গিপুর ঃ ১৭ ডিসেম্বর সি পি আই (এম)-র জঙ্গিপুর শাখার নির্ব্বাচনোত্তর আলোচনা হয় আজ বিকেলে টাউন ক্লাব হলে। ফলাফলের বিশ্লেষণে স্থানীয় নেতা এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, কর্মীদের আত্মতুষ্টির ফলে আমাদের ভোট বি জে পি এবং মুসলীম লীগ কেটে নিয়েছে। জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার আমাদের লক্ষ্য ছিল ১০ হাজার ভোট কংগ্রেসের থেকে বেশী পাব। কিন্তু বি জে পি এবং মুসলীম লীগ আমাদের এক-তৃতীয়াংশ ভোট কেটে নেওয়ার জন্য মাত্র ৩৬০০ ভোট কংগ্রেসের থেকে বেশী পেয়েছি। জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা তুষার দে প্রায় একই সুরে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন। বামপন্থীদের জয়ের জন্য দলের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান জোনাল কমিটির সম্পাদক এবং অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের বিধায়ক তোয়াব আলী।

## পরলোকগমন

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় ব্যবসায়ী লক্ষণচন্দ্র দাস (৫৪) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গত ২ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। সদালাপী লক্ষণবাবু বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে স্থানীয় বাজারের দোকানপাট ও গার্লস স্কুল বন্ধ থাকে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

## নেশা করে মারামারি খুন ১ ধৃত ২

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১২ ডিসেম্বর এই থানার সেণ্ডা গ্রামের শিশির মাল (চোনা) খুন হয়। খবর ঘটনার দিন মণ্টু সুশেন, ইরিগেশন বিভাগের জনৈক খালাসী হাবু এবং শিশির মাল নেশার ঝোঁকে ঝগড়া শুরু করে। এর ফলে ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই শিশির মারা যায়। আরো জানা যায়, স্থানীয় ইরিগেশনের সাঁকো দিয়ে ট্রাক যাতায়াত নিষিদ্ধ হলেও উক্ত খালাসী বন্ধুদের সহায়তায় ট্রাক পারাপার করে পয়সা নিত। সেই পয়সার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয় এবং পরিণতিতে ঐ খুন। পুলিশ সুশেন ও আরো একজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে।

## ক্লাব সদস্যদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় পুরাতন ডাকবাংলো বাসষ্টণ্ডে পাবলিক ইউরিনালটি যাতে সব সময় পরিষ্কার থাকে তার জন্য ডাকবাংলোর ক্লাবটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সভ্যরা উদ্যোগ নিয়ে প্রস্রাবাগারটি নিজেরাই পরিষ্কার করেছেন এবং তার দেওয়ালে একটি ব্ল্যাকবোর্ডে যাতে জনসাধারণ আগারটি অযথা নোংরা না করেন এবং তার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখেন সেই অনুরোধ লিখিতভাবে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ধুলিয়ানের পুরসভায় পাবলিক ইউরিন্যালগুলি, এমন কি রঘুনাথগঞ্জ ব্যাসষ্ট্যাণ্ডের ইউরিন্যালটিও সব সময় এমন নোংরা থাকে যে তা ব্যবহার করা যায় না। ক্লাবের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

## জিমন্যাষ্টিক অর্গানাইজারের পুরস্কার লাভ

মির্জাপুর ঃ সম্প্রতি রাজ্যপর্যায়ে জিমন্যাষ্টিক অর্গানাইজিং এর জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কাউন্সিল অফ স্পোর্টস এবং রাজ্য স্পোর্টস এ্যাক্রোবেটিকসের তরফ থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ক্লাবের অর্গানাইজার করুণাময় দাসকে পুরস্কৃত করা হয়।

## বে-আইনী ইঁট ভাটা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাটা মালিক এই নিয়ে হাই কোর্টের আশ্রয় নিলে স্থগিতাদেশ পান। সেই আদেশের ছুতোয় তিনি কোন পারমিট না নিয়েই আজও ইঁট কেটে চলেছেন। অন্যদিকে জাতীয় সড়কের বা রেল লাইনের ধারে ৫০ গজ ব্যবধান না রেখে ইঁট ভাটা করা যায় না। কিন্তু সে সব না মেনে ব্যাঙের ছাতার মত ভাটা গজিয়ে উঠছে। চাষী জমি থেকে মাটি তোলাও বে-আইনী, সে আইনও মানা হচ্ছে না। ইঁট ভাটিতে টালি তৈরী করতে হলে আলাদা অনুমতি লাগে। কিন্তু সে অনুমতি না নিয়েই অনেকে ইঁট ভাটিতে টালি তৈরী করছেন। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে এখানকার প্রাক্তন এস এল আর ও তপন চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঘুষের অভিযোগ উঠে। তাঁর বিরুদ্ধে জমি ফেরৎ কেস গুলিতে পয়সা খাওয়ার অভিযোগও শোনা যায়। এমন কি শোনা যায় তিনি এস ডি ওর অফিস থেকে অফিসের ল' বুক ইত্যাদি কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা অগ্রিম নেন। কিন্তু সে সবের খরিদ ভাউচার আজতক এস ডি ওর কাছে জমা দেননি। এ সব নিয়ে এস ডি ও তাঁর বিরুদ্ধে উপরতলায় রিপোর্ট করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে তপন চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগের তদন্ত করেন এস ডি ও অফিসের সেকেণ্ড অফিসার সুনীল চ্যাটার্জী। বহু ইঁট মালিক লিখিতভাবে জানান তপন চ্যাটার্জী পারমিট দেওয়া নিয়ে তাঁদের নানাভাবে হয়রান করেন। তদন্তে এই অভিযোগও প্রমাণিত হয় বলে খবর। সে সব কারণে তাঁকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ডরিফর্মস্ অফিসার হিসাবে বদলী করা হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই পদে যোগ না দিয়ে তিনি বেতন নিচ্ছেন। শোনা যায় সাম্প্রতিক নির্বাচনে মহকুমা শাসক তাঁকে কোন কাজের দায়িত্বও দেননি।

## কলেজ স্থাপন বিলম্বিত হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করলেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য, বাজার করার জন্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সময় প্লট বন্দোবস্ত করেছেন বলে জানা যায়। সর্বশেষে হাউসিং কো-অপারেটিভকে বাড়ী করার জায়গা দেবার জন্যও তাঁরা দিল্লীতে অনুমোদন চেয়েছেন বলে খবর। গত ৬ ডিসেম্বর বিধায়ক আবুল হাসনাৎ ও স্থানীয় অধিবাসীরা কলেজ স্থাপনে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তা চেয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে পুনরায় বৈঠকে বসেন কিন্তু আলোচনা বেশীদূর এগোয়নি বলে ক্ষুব্ধ অধিবাসীরা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। তাঁরা বলেন মালদা, মুর্শিদাবাদের এক বৃহৎ অংশের ছাত্ররা এই কলেজ হলে উপকৃত হবেন।

## জনসাধারণ নাজেহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ, ডি, এম আসেন বেলা ১১টা নাগাদ বলে জানা যায়। মহকুমা অফিসের কর্মীরাও তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেন। খবর, সাগরদীঘি থানায় সের গ্রামের মলয় দাসের লাইসেন্স রঘুনাথগঞ্জ থানার ছোট-কালিয়ার মলয় দাসকে দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে লাইসেন্স না পাওয়ায় সেরের মলয় দাস আর বাড়ী ফিরতে পারেননি। শোনা যাচ্ছে আগামী বছর থেকে নাকি ডি, এম, কে এই ভার দেওয়া হবে। আরও খবর পাওয়া গেছে, যে সব বন্দুকের লাইসেন্স সারা বাংলা এমন কি বিহার উড়িষ্যায় বহনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হঠাৎ কিছু না জানিয়ে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় বহনযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে।

## যানজটে যাত্রীরা ক্ষুব্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাসগুলি কোনরূপে চলাচল করে। অথচ, স্থানীয় থানা এ অবস্থা নিরসনে সচেষ্ট তো নয়ই, বরং নির্বিকার। এই গুরুত্বপূর্ণ যানবহুল মোড়ে কোনো ট্রাফিক ডিউটিও থাকে না। শহরের ভিতরে বাস চলাচলের অভিজ্ঞতা আরো দুঃসহ। ডাকবাংলো থেকে ঢুকতে এবং বেরিয়ে আসতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। বাস ড্রাইভারদের অকারণ ভয় দেখানো হয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে শহরের ভিতর বাস ঢোকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে ক্ষুব্ধ যাত্রীদের মন্তব্য। শহরে বাস ঢোকার জন্য প্রচুর যাত্রী বাসে ডাকবাংলো যাতায়াত করে অল্প ভাড়ায়, সেই কারণে রিক্সা এবং টাঙ্গা চালকরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করছে বলে শহরবাসীদের অভিযোগ।

## ছিনতাই অবাধে চলছে

ফরাক্কা ঃ এই থানার বল্লালপুর থেকে মালঞ্চা পর্যন্ত অঞ্চলটি ছিনতাইবাজদের মুক্তাঞ্চল। সম্প্রতি 'সঞ্জয়' বাসটি সন্ধ্যার মুখে মালঞ্চায় লুঠ হবার পর বেশ কিছুদিন ছিনতাই বন্ধ ছিল। বর্তমানে আবার ট্রাক লুঠ শুরু হয়েছে। ছিনতাইবাজদের অত্যাচারে ধুলিয়ান—রঘুনাথগঞ্জের ঠিকাদার এবং কর্মীরা মোটর বাইকে এন টি পি সি যাতায়াত বন্ধ করে বাধ্য হয়ে বাসের যাত্রী। এই এলাকায় বল্লালপুর ছাড়িয়ে রাস্তার ধারে রাইফেলধারী পুলিশ ছিনতাই রোধের জন্য ডিউটিতে থাকে। মাঝে মধ্যে নীল মোটরবাইকে একজন পুলিশ অফিসারকেও রাস্তার ধারে ডিউটি করতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও, ঘন ঘন ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য খুব রহস্যজনক। স্থানীয় মানুষের ধারণা, এলাকার থানা এবং কর্মরত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ছিনতাইকারীদের গোপন আঁতাত এবং লেনদেন আছে।

### সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

গত ৫ ডিসেম্বর সাংবাদিক মনু চ্যাটার্জীর মা ৬৫ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের টালিগঞ্জস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

### জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় পণ্ডিতের বাগানের উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা বাসোপযোগী জায়গা দু'কাঠা করে প্লট হিসেবে বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ

## TENDER NOTICE

For and on behalf of the Govt. of West Bengal, the District Controller, Food and Supplies, Murshidabad invites sealed tenders in prescribed forms from experienced bonafide and financially sound parties for appointment of a Transport and Handling Contractor at Raghunathganj Govt. Food Godown for transportation and handling of foodgrains as may be required to be handled and transported from Berhampore Main Depot (F. C. I.)/or any other F. C. I depot situated within the district of Murshidabad or any other F. C. I. depot situated in neighbouring districts of Nadia, Burdwan, Birbhum and Malda to Raghunathganj Food Depot on a regular basis for a period of two years.

Prescribed tender forms separately for each tender (Non-transferable) containing detailed terms and conditions will be available for sale from the Office of the District Controller, Food & Supplies, Murshidabad on payment of Rs. 80/- (Rupees eighty) (non-refundable) through T. R. challan per set of tender forms as indicated above on any working day from 11 A. M. to 3 P. M. during the period from 18-12-89 to 16-1-90. Tender will be received upto 2-30 P. M. on 17-1 90 and the same will be opened on the same day on 17-1-90 at the Office of the undersigned when the tenderers or their authorised representatives may remain present.

Registered Labour Co-Cpt. Society formed exclusively by the labourers themselves will get preference for consideration and no earnest money is required for them subject to submission of necessary proof thereof as may be called for.

Other informations etc may be had from the office of the undersigned.

Sd/- B. K. Bhattacherjee
District Controller, Food & Supplies, Murshidabad


বৃহৎ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে

দুর্গাপুর সিমেন্ট

প্রকল্পগুলিই আমাদের শক্তি ও গুণের সাক্ষী

সার্থক প্রকল্প গুলি নিজেরাই নিজের পরিচয়। যার জন্য প্রচারের প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, দুর্গাপুর সিমেন্টেরও নিজস্ব পরিচয় আছে। এই সিমেন্টের গুণ আর কাজই তা প্রমান করে। উচ্চমানতা সম্পন্ন স্ল্যাগ দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের ব্লাস্ট ফার্নেসে প্রস্তুত এবং শ্রিলংকার, যা অত্যাধুনিক কমপিউটার চালিত প্রিক্যালসিনেটর প্ল্যান্ট দ্বারা প্রস্তুত– এই সিমেন্টের শক্তির উৎস।

দুর্গাপুর সিমেন্ট দিয়ে তৈরী বৃহৎ প্রকল্প গুলির মধ্যে মেট্রোরেল, ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং ইসকোর আধুনিকীকরণ, বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট অন্যতম, এ ছাড়া আরও অনেক বিখ্যাত প্রকল্প দুর্গাপুর সিমেন্ট দিয়ে তৈরী, যা এই সিমেন্টের শক্তি, গুণ এবং সফল কাজের সাক্ষী।

দুর্গাপুর সিমেন্ট
একক বিড়লা প্রতিষ্ঠান
ফ্যাক্টরী: দুর্গাপুর - ৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস: বিড়লা বিল্ডিং,
৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

দুর্গাপুর সিমেন্ট – শক্তি এমন স্টীল যেমন

DPS/DC-893 BEN


রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।